अनिमेष देबबर्मा
मंत्री
वन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण एवं
जी ए (मुद्रण और स्टेशनरी) विभाग
त्रिपुरा सरकार

सत्यमेव जयते

Animesh Debbarma
Minister
Forest, Science, Technology &
Environment and GA (P&S) Depts.
Govt. of Tripura

বনমহোৎসব – ২০২৫

একটি আবেদন

জৈববৈচিত্র্যের ভাণ্ডার বন আমাদের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য ও সভ্যতার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ত্রিপুরা রাজ্য সৌভাগ্যবান যে রাজ্যের ৭০ শতাংশেরও বেশি ভৌগোলিক এলাকা বৃক্ষ আচ্ছাদিত। আমাদের বনভূমি শুধুমাত্র পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরম্পরারও অংশ। এই ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে আগামী প্রজন্মকে একটি সবুজ ও স্বাস্থ্যকর ত্রিপুরা উপহার দেওয়া আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।

বন হলো প্রাণদায়িনী বাস্তুতন্ত্র। এটি আমাদের অক্সিজেন প্রদান করে, বায়ু ও জল পরিশোধন করে, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের খাদ্য, পশুখাদ্য ও জীবিকার উৎস হিসেবে কাজ করে। বনভূমি জলবায়ু পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র্য হ্রাসের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবে কাজ করে। দুর্ভাগ্যবশত, আজ আমরা পরিবেশ ধ্বংসের গুরুতর পরিণতি প্রত্যক্ষ করছি। চরম আবহাওয়া, শুকিয়ে যাওয়া নদী, আকস্মিক বন্যা এবং মানুষ-পশু সংঘাতের বৃদ্ধি—এসবই বন ধ্বংস এবং মানব অবহেলার কারণে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার স্পষ্ট লক্ষণ।

বনাঞ্চল হ্রাসের ফলে অনেক গাছপালা, ঝোপঝাড় ও ঔষধি উদ্ভিদ—যেগুলো একসময় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত—আজ বিপন্ন, বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে। এদের সঙ্গে সংযুক্ত অনেক পাখি ও প্রাণীও দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে বৃক্ষরোপণ শুধুমাত্র প্রতীকী কর্মসূচি নয়, বরং পরিবেশ পুনরুদ্ধার ও জলবায়ু সহনশীলতা গঠনের একটি কার্যকর পদক্ষেপ।

বনমহোৎসব হলো প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের এক উৎসব। এটি মানুষের পরিবেশ সচেতনতা জাগানোর, বৃক্ষরোপণের প্রেরণা দেওয়ার এবং বন সংরক্ষণের প্রতি সম্মিলিত দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার একটি সুযোগ। তবে ভানমহোৎসবের তাৎপর্য কেবল গাছ লাগিয়ে শেষ হয় না; বরং গাছটিকে লালনপালন করে বড় করে তোলা এবং তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এর প্রকৃত উদ্দেশ্য।

প্রত্যেক নাগরিকের এই ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভাবুন তো, যদি প্রতিটি মানুষ অন্তত একটি গাছ লাগায় এবং তা সযত্নে পরিচর্যা করে, তবে তা আমাদের সবুজ আচ্ছাদন ও জীববৈচিত্র্যের বিশাল বৃদ্ধিতে পরিণত হবে। একইসঙ্গে দরকার পরিবেশ পুনর্বাসন, জলের উৎস ও জলাভূমি সংরক্ষণ এবং মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া।

চলুন, **বনমহোৎসব ২০২৫** হোক এক আশার, নিরাময়ের ও প্রকৃতির সঙ্গে ঐক্যের উৎসব। আমাদের সন্তান, তরুণ প্রজন্ম ও সমাজকে পরিবেশের প্রকৃত অভিভাবক হিসেবে গড়ে তুলি। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে গাছ ও বনকে যে স্থান দেওয়া হয়েছে, তা আবারও পুনর্জাগরিত করি এবং প্রকৃতির ভারসাম্য ফিরিয়ে আনি।

এই শুভ উপলক্ষে, আমি ত্রিপুরার সমস্ত নাগরিককে আহ্বান জানাচ্ছি—এই সবুজ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুন। পরিবারের সঙ্গে একটি গাছ লাগান, ভালোবাসা দিয়ে তাকে বড় করে তুলুন এবং প্রকৃতির এক সৎ অভিভাবক হয়ে উঠুন। একসাথে আমরা গড়ে তুলতে পারি একটি সবুজ, স্বাস্থ্যকর ও টেকসই ত্রিপুরা।

শুভেচ্ছান্তে,

অনিমেষ দেববর্মা

(অনিমেষ দেববর্মা)

New Secretariat Building, Capital Complex, Agartala, Tripura- 799010
Tel: (0381)-2414047 (Office), Email: animesh.db@tripura.gov.in